21

শিল্পী

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

21.1 প্রস্তাবনা

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক ও ছোটোগল্পকার। তাঁর উপন্যাস ও গল্পে আমরা দেখতে পাই জীবনের রুক্ষ কঠোর বাস্তব রূপ যা এসেছে তাঁর গভীর সমাজচেতনা থেকে।

'শিল্পী' গল্পটি লেখকের গল্পগ্রন্থ 'পরিস্থিতি' থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শিল্পী' গল্পটি খেটে-খাওয়া সাধারণ মানুষের বাঁচার লড়াই-এর মধ্যেও শিল্পীসত্তা বজায় রাখবার কাহিনি। গল্পটির সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য এ গল্পের নায়ক মদন-তাঁতির প্রকৃত শিল্পী-স্বভাব। সত্যিকার শিল্পীর কাছে দুঃখ-দৈন্য পরাজিত। এ কাহিনিতে তাঁতিপাড়ার মদন তাঁতির কাছেও দুঃখ-দৈন্য হার মেনেছে।

'শিল্পী' গল্পের ছোটো পরিসরের মধ্যেই লেখক এ কাহিনির প্রধান ও অপ্রধান চরিত্রগুলিকে জীবন্ত করে তুলেছেন। ভুবন ঘোষাল, উদি, বৃন্দাবন, মদনের মাসি, গগনের বউ প্রভৃতি সব কটা চরিত্রই বাস্তব জীবন থেকে তুলে আনা।

'শিল্পী' গল্পটির গদ্যভাষা স্পষ্ট ও হৃদয়কে স্পর্শ করে। তাঁতিরা যে ভাষায় কথা বলে লেখকের বর্ণনায় সেই ভাষাই উঠে এসেছে। 'বাচালের মোকে', 'তাইতো বলি মোরা', 'মেয়ে ছেলা বলতে পারে', 'পেসব হতে গেলে মরবে মাগি এবার' প্রভৃতি শব্দ সমাজ জীবনের সঙ্গে লেখকের অন্তরঙ্গ পরিচয়কে প্রকাশ করে। বিষয়বস্তু, উপস্থাপনা, প্রকাশভঙ্গি, চরিত্র সৃষ্টি ও আবেদনে 'শিল্পী' গল্পটি একটি সার্থক সৃষ্টি।

21.2 উদ্দেশ্য

এই গল্পটি পড়ে আপনারা জানতে পারবেন—

- লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাজ চেতনার পরিচয়;
- দুঃস্থ তাঁতি সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক সংকটের কথা;

- গরিব মানুষের ওপর মহাজনি শোষণ ও নিপীড়নের কথা;
- আর্থিক সংকটের মাঝেও তাঁতি সম্প্রদায়ের লড়াইয়ের কথা

21.3 মূল পাঠ

21.3.1 (1)

সকালে দাওয়ায় বসে মদন সারা গায়ে শীতের রোদের সেঁক খাচ্ছিল, হঠাৎ তার পায়ে খিঁচ ধরল ভীষণভাবে।

একেবারে সাত সাতটা দিন তাঁত না চালিয়ে হাতে-পায়ে কোমরে-পিঠে কেমন আড়ষ্ট মতো বেতো ব্যথা ধরেছিল, তাতে আবার গাঁটে গাঁটে ঝিলিকমারা কামড়ানি। সুতো মেলেনা, তাঁত চলে না, বিনা রোগে ব্যারাম ধরার মতো হদ্দ করে ফেলে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা একটানা ধরাবাঁধা নড়ন-চড়ন তাঁত চালানোর কাজে, তার অভাবে শরীরটা মিইয়ে ঝিমিয়ে ব্যথিয়ে ওঠে দুদিনে, রাতে ঘুম আসে না। মনটা কেমন টনটন করে এক ধরনের উদাস করা কষ্টে সব যেন ফুরিয়ে গেছে! যাত্রা শুনতে গিয়ে নিমাই সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যাবার সময় যেমন লাগে তেমনিধারা কষ্ট, তবে ঢের বেশি জোরালো আর অফুরন্ত। শরীর মনের ওসব উদ্‌বেগ সয়ে চুপচাপ থাকে মদন। যা সয় তা সইবে না কেন?

21.3.2 (2)

সকালে উঠেই মা গেছে বউকে নিয়ে বাবুদের বাড়ি। বাড়ির মেয়েদের ধরবে বাবুর ছোটো মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে দু-একখানা ভালো, মদন-তাঁতির নামকরা বিশেষ রকম ভালো, কাপড় বুনে দেবার ফরমাশ যদি আদায় করতে পারে। বাবুর বাড়ির বায়না পেলে সুতো অনায়াসে জোগাড় হয়ে যাবে বাবুদেরই কল্যাণে। বাড়িতে ছিল শুধু মদনেরই মাসি। তার আবার একটা হাত নুলো, শরীরটা প্যাকাটির মতো রোগা। মদনের হাউমাউ চিৎকার শুনে সে ছুটে আসে মদনের দু-বছরের ছেলেটাকে কোলে নিয়ে, সাথে আসে মাসির চার বছরের মেয়ে। মাসির কী ক্ষমতা আছে এক হাতে টেনে খিঁচ ধরা পা ঠিক করে দেয় মদনের। মাসিও চেঁচায়। মদনের চিৎকারে ভয় পেয়ে ছেলে দুটো আগেই গলা ফাটিয়ে কান্না জুড়েছিল।

তখন রাস্তা থেকে ভুবন ঘোষাল এসে ব্যাপারটা বুঝেই গোড়ালির কাছে মদনের পা ধরে হ্যাঁচকা টান দেয় আর উরুতে জোরে জোরে থাপড় মারে। যন্ত্রণাটা সামালের মধ্যে আসে মদনের, মুচড়ে মুচড়ে ভেঙে পড়ার বদলে বশে আসে পা-টা।

বাঁচালেন মোকে।

মুখে শুষতে শুষতে মদন পায়ে হাত ঘষে! খড়িওঠা ফাটা পায়ে হাতের কড়া তালুর ঘষায় শব্দ হয় শোষেরই মতো।

ভুবন পরামর্শ দেয়, উঠে হাঁটো দু-পা। সেরে যাবে।

শব্দার্থ ও টীকা

সেঁক = উত্তাপ।
শীতের রোদের সেঁক খাচ্ছিল = শীতের রোদ শরীরে আরাম দেয় বলে রোদের তাপ নিচ্ছিল।
খিঁচ = পেশিতে টান।
বেতো = বাত রোগে আক্রান্ত।
ঝিলিকমারা = হঠাৎ হঠাৎ উঠে আসা তীব্র ব্যথা।
হদ্দ = চূড়ান্ত, একশেষ।
উদ্‌বেগ = উৎকণ্ঠা।

নুলো = পঙ্গু হাত কাজ করে না।
প্যাকাটি = পাটকাঠি।

সামালের মধ্যে = সহ্য করা যায় এমন।

21.3.3 (3)

মদন কথা কয় না। এতক্ষণ আশেপাশের বাড়ির কয়েকজন মেয়ে-পুরুষ ছুটে এসে হাজির হয়েছে হুল্লোড় শুনে। শুধু উদি আসেনি। প্রায় লাগাও কুঁড়ে থেকে, কয়েকটা কলাগাছের মোটে ফারাক মদন আর উদির কুঁড়ের মধ্যে। ঘর থেকেই সে তাঁতি পাড়ার মেয়ে-পুরুষের পিত্তি জ্বালানো মিষ্টি গলায় চেঁচাচ্ছে, কী হল গো? বলি হল কী?

ভুবন রাস্তা থেকে উঠে এলেও এটা জানা কথাই যে উদির কুঁড়ে থেকেই সে ডোবা ঘুরে রাস্তা হয়ে এসেছে। উদিই হয়তো তাড়া দিয়ে পাঠিয়েছে তাকে। সাতদিন তাঁত বনধ মদনের, বউটা তার ন-মাস পোয়াতি, না খেয়ে তার ঘরে পাছে কেউ মরে যায় উদির এই ভাবনা হয়েছে জানা গেছে কাল। কিছু চাল আর ডাল সে চুপি চুপি দিয়েছে কাল মদনের বউকে, চুপি চুপি শুধিয়েছে মদনের মতিগতির কথা, সবার মতো মজুরি নিয়ে সাধারণ কাপড় বুনতে মন হয়েছে কি না মদনের। কেঁদে উদিকে বলেছে মদনের বউ যে না, একগুঁয়েমি তার কাটেনি।

পাড়ার যারা ছুটে এসেছিল, ভুবনকে এখানে দেখে মুখের ভাব তাদের স্পষ্টই বদলে যায়। ইতিমধ্যে পিসি পিঁড়ি এনে বসতে দিয়েছিল ভুবনকে। বারবার সবাই তাকায় ভুবনের দিকে দু-চোখে স্পষ্ট জিজ্ঞাসা নিয়ে। সেও কি শেষে ভুবনের ব্যবস্থা মেনে নিল, রাজি হল প্রায় বেগার খাটা মজুরি দিয়ে সস্তা ধুতি, শাড়ি, গামছা বুনে দিতে? মদন অস্বস্তি বোধ করে। মুখের খোঁচা খোঁচা গোঁফ-দাড়ি মুছে ফেলে হাতের চেটোতে।

সবার নিঃশব্দ জিজ্ঞাসার জবাবেই যেন বুড়ো ভোলাকে শুনিয়ে সে বলে, পায়ে খিঁচ ধরল হঠাৎ। সে কী যন্তনা, বাপ একদম যেন মিত্যু যন্তনা, এরি আর কি। উনি ছুটে এসে টেনেটুনে ঠিক করে দিলেন পাটা, বাঁচালেন মোকে।

গগন তাঁতির বেঁটে মোটা বউ অদ্ভুত আওয়াজ করে বলে, অ! কাছেই ছিলেন তা এলেন ভালো, তাই তো বলি মোরা।

তাঁত না চালিয়ে গা-টা ঠিক নেই। তাড়াতাড়ি বলে মদন। গগন-তাঁতির বউয়ের মুখকে তার বড়ো ভয়।

শব্দার্থ ও টীকা

হুল্লোড় = বহু মানুষের একসঙ্গে চ্যাঁচামেচি।
ফারাক = তফাত, পার্থক্য।
পিত্তি জ্বালানো = রাগ জাগানো।
ন-মাস পোয়াতি = নয় মাসের অন্তঃসত্তা।

21.3.4 (4)

বৃন্দাবন দাঁড়িয়ে ছিল পিছনে, অপরাধীর মতো। তার কুঁড়েও মদনের ঘরের প্রায় লাগাও— উত্তরে একটা আমগাছের ওপাশে, যার দু পাশের ডালপালা দুজনের চালকে প্রায় ছোঁয় ছোঁয়।

বুড়ো ভোলার চেয়ে বৃন্দাবনের বয়স অনেক কম কিন্তু শরীর তার অনেক বেশি জরাজীর্ণ। একটি তার পুরানো জীর্ণ তাঁত, গামছা আর আট হাতি কাপড় শুধু বোনা যায়। তাঁতে সে আর বসে না, ক্ষমতা নেই। তার বড়ো ছেলে রসিক তাঁত চালায়। সুতোর অভাবে তাঁতি পাড়ার সমস্ত তাঁত বন্ধ, অভাবে ও আতঙ্কে সমস্ত তাঁতি পাড়া থমথম করছে ; শুধু তাঁত চলছে কেশবের আর বৃন্দাবনের।

ভুবন অমায়িকভাবে বৃন্দাবনকে জিজ্ঞাসা করে, কখানা গামছা হয়েছে বৃন্দাবন?

বৃন্দাবন যেন চমকে ওঠে। এক পা পিছিয়ে যায়।

জানিনা বাবু, মোর ছেলা বলতে পারে।

কেশবকে বোলো বোনা হলে যেন পয়সা নিয়ে যায়।

অমায়িকভাবে = অন্তরঙ্গ ভাবে।

ছেলা = ছেলে।

শব্দার্থ ও টীকা

বাঁকা মেরুদণ্ডটা একবার সোজা করবার চেষ্টা করে বৃন্দাবন, অসহায় করুণ দৃষ্টিতে সবার দিকে একবার তাকায়।

ছেলেকে শুধোবেন বাবু। ও সব জানি না কিছু আমি।

পিছু ফিরে ধীরে ধীরে চলে যায় বৃন্দাবন।

মুখ বাঁকিয়ে = ব্যঙ্গ করে।
ঝাঁজের সঙ্গে = রাগের সঙ্গে।

গগনের বউ বলে মুখ বাঁকিয়ে, ঝাঁজের সঙ্গে, আমি কিছু জানি না গো, মোর ছেলা জানে! কত ঢং জানে বুড়ো।

21.3.5 (5)

বুড়ো ভোলা বলে, আহা থামো না বুনোর মা? অত কথায় কাজ কী। যন্তনা গেছে না মদন? মোরা তবে যাই।

ইঙ্গিত = ইশারা।
রোজগার = উপার্জন, আয়।

কেশব গেলেই পয়সা পাবে, গামছা কাপড় বুনে দিলেই পয়সা মেলে, এ সব কথা—এ সব ইঙ্গিত দাঁড়িয়ে শুনতে তারা ভয় পায়। সব ঘরে রোজগার বন্ধ, উপোস।

ভুবন বলে, তোমার গাঁয়ের তাঁতিরা, জানো মদন, বড়ো বোকা।

ব্যঙ্গ = বিদ্রূপ, উপহাস।

মদন নিজেও সাত পুরুষে তাঁতি। রাগের মাথায় সে ব্যঙ্গই করে বসে, সে-কথা বলতে। তাঁতি জাতটাই বোকা।

ভুবন নিজের কথা বলে যায়, সুতো কিনতে পাচ্ছিস না, পাবিও না কিছুকাল। তাঁত বসিয়ে রেখে নিজে বসে থেকে লাভ কী? মিহিরবাবু সুতো দিচ্ছেন, বুনে দে, যা পাস তাই লাভ। তা নয় সুতো না কিনতে দিলে কাপড়ই বুনবে না, এ কী কথা? তোমার কথা নয় বুঝতে পারি, সস্তা কাপড় বুনবেই না তুমি, কিন্তু ওরা—

পোষায় না = লাভ হয় না।
দাদন = কোনো কাজ করে দেবার জন্য আগাম নেওয়া অর্থ।
কর্জ = ধার।
পড়তা = লাভ।
বরাদ্দ = ধার্য।

পোষায় না ওদের। সুতো কি সবাই কেনে, না কিনতে পারে? আপনি তো জানেন, বেশির ভাগ দাদন কর্জে তাঁত চালায়। পড়তা রাখে দিবারাত্তির তাঁত চালিয়ে মুখে রক্ত তুলে। আপনি তাও আদ্দেক করতে চান, পারব কেন মোরা?

আপশোশ = ক্ষোভ, দুঃখ।

নইলে ইদিকে যে পড়তা থাকে না বাপু। কী দরে সুতো কেনা জান? ভুবন আপশোশের শ্বাস ফেলে, থাক গে, কী করা। কত্তাকে কত বলে তোমাদের জন্য সুতো বরাদ্দ করেছিলাম, তোমরা না মানলে উপায় কী। বুঝি তো সব, কিন্তু দিনকাল পড়েছে খারাপ, তাঁত রেখে কোনোমতে টিকে থাকা। নয়তো দুদিন বাদে তাঁত বেচতে হবে তোমাদের। ভালো সময় যখন আসবে, সুতো মিলবে আবার, তখন মনে পড়বে এই ভুবন ঘোষালের কথা, বলে রাখছি, দেখো মিলিয়ে। তখন আপশোশ করবে। আমার কথা শুনলে তাঁতও বজায় থাকত, নিজেরাও টিকতে।

ভরসাতেই = আশাতেই, বিশ্বাসেই।
গাঁট হয়ে = চুপ করে, স্থির হয়ে।

তাঁত বাঁধা দিতে বেচতে হলে মিহিরবাবুর হয়ে ভুবনই কিনবে। সেই ভরসাতেই হয়তো গাঁট হয়ে বসে আছে লোকটা। কিন্তু সে পর্যন্ত কি গড়াবে? তার আগে হয়তো ভুবনের কাছে সুতো নিয়ে বুনতে শুরু করবে তাঁতিরা।

21.3.6 (6)

গড় হয়ে = মাথা নত করে।

মাসি এসে ঘুর ঘুর করে আশেপাশে। বামুনের ছেলে পায়ে হাত দিয়েছে মদনের, গড় হয়ে পায়ের ধুলো

নিয়ে ভুবনকে যতক্ষণ সে প্রণাম না করছে মাসির মনে স্বস্তি নেই। মদনের বুঝি খেয়াল হয়নি, ভুলে গেছে মদনের পা দুটো টান হয়ে পেঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলে মাসির আর ধৈর্য থাকে না। মদনের কানের কাছে মুখ নিয়ে প্রণামের কথাটা মনে করিয়ে দেয়।

মদন একেবারে খিঁচড়ে ওঠে, মেয়েটাকে নে না কোলে, কেঁদে মরছে? মরগে না হেথা থেকে যেথা মরবি?

শব্দার্থ ও টীকা

খিঁচড়ে ওঠে = রেগে চেঁচিয়ে ওঠে।

ছেলেমেয়ে দুটোকে নিয়ে মাসি পালায়। মদনের এ মেজাজ চেনে মাসি। মেয়ে কাঁদছে বলে বকুনি মিছেই, ওটা ছুতো। ছেলেপিলে কানের কাছে চেঁচালে মানুষের অশান্তি কেন হবে মাসিও জানে না,মদনও বোঝে না। ছেলেমেয়ের কান্না মদনের কানে লাগে না। তাঁতের ঠকঠকি, মেয়েদের বকাবকি, ঝিঁঝির ডাকের মতো। মেজাজটাই বিগড়েছে মদনের। না করুক প্রণাম সে বামুনের ছেলেকে। মদনের ওপর মাসির বিশ্বাস খাঁটি। রামায়ণ সে পড়তে পারে সুর করে, তাঁতের কাজে বাপের নাম সে বজায় রেখেছে, সেরা জিনিস তৈরির বায়না পায় মদন তাঁতি। মদনের মার সাথে কচি বয়সে এ বাড়িতে এসে মাসি শুনেছিল, বাবুদের বাপের আমলে বেনারসি বুনে দেবার বায়না পেয়েছিল মদনের বাবা। বিয়ের সময় জালের মতো ছিষ্টিছাড়া শাড়ি বুনে পরতে দিয়ে তার সঙ্গে যে মশকরা করেছিল মদনের বাপ সে কথা কোনোদিন ভুলবে না মাসি। আজ আকাল, বায়না আসে না, সুতো মেলে না, তাঁত চলে না, তবু মদন ওঁচা কাপড় বোনে না। ওর জন্য কষ্ট হয় মাসির, ওর বাপের কথা ভেবে। মা, বউ যেন কেমন ব্যাভার করে ওর সঙ্গে।

ঠকঠকি = তাঁত চালানোর ঠকঠক শব্দ।
বিগড়েছে = খারাপ হয়েছে।
মশকরা = ঠাট্টা, তামাশা।
আকাল = দুর্ভিক্ষ।
ওঁচা = নিকৃষ্ট মানের।
ব্যাভার = ব্যবহার, আচরণ।

21.3.7 (7)

মদনের বাপ যদি আজ বেঁচে থাকত, মাসি ভাবে। বেঁচে থাকলে সাড়ে চার কুড়ির বেশি বয়স হত তার। মাসি তা ভালো বোঝে না। শুধু শ্রীধরের চেয়ে সে বেশি বুড়ো হয়ে পড়ত ভাবতে মনটা তার মুষড়ে যায়। শ্রীধর তাঁতির বেঁচে থাকার দুর্ভাগ্য দেখে সে নিজেই যে কামনা করে, এবার বুড়োর যাওয়াই ভালো।

সাড়ে চার কুড়ির বেশি = ২০x৪+১০=৯০-এর বেশি।
মুষড়ে যায় = খারাপ হয়ে যায়, বেদনাহত হয়।

না থাক মদনের বাপ। মদন তো আছে।

মদনের মা বউ ফিরে আসে গুটিগুটি, পেটের ভারে মদনের বউ থপথপ পা ফেলে হাঁটে, হাত পা তার ফুলছে কদিন থেকে। পরনের জীর্ণ পুরোনো শাড়িখানা মদন নিজে বুনে দিয়েছিল তাকে বিয়ের সময়। এখনও পাড়ের বৈচিত্র্য, মিহি বুননের কোমল খাপি উজ্জ্বলতা সব মিলে এমন সুন্দর আছে কাপড়খানা যে অতি বিশ্রীভাবে পরলেও রুক্ষ জটবাঁধা চুল চোকলা ওঠা ফাটা চামড়া এ সব চিহ্ন না থাকলে বাবুদের বাড়ির মেয়ে মনে করা যেত তাকে।

জীর্ণ = ছেঁড়া।
পাড়ের বৈচিত্র্য = শাড়ির পাড়ের কারুকার্য ও রংবাহার।
খাপি = ঠাস বুনোন।

মদনের মা বিড়বিড় করে বকতে বকতে আসছিল লাঠি ধরে কুঁজো হয়ে, ভুবনের সামনে সে কিছু না বললেই মদন খুশি হত। কিন্তু বুড়ির কি সে কাণ্ডজ্ঞান আছে। সামনে এসেই সে শুরু করে দেয় মদন তাঁতির এয়োতি-বশীকরণ বসন্ত শাড়ির বায়নার কথা শুনেই বাবুর বাড়ির মেয়েদের হাসি টিটকারি দিয়ে তাদের বিদেয় করার কাহিনি। ওসব কাপড়ের চল আছে নাকি আর, ঠাকুমা দিদিমারা, ঝিরা, আর চাষার ঘরের মেয়েরা পরে ওসব শাড়ি।

মদন তাঁতি। মদন তাঁতির কাপড়। বনগাঁয় শ্যাল রাজা মদন তাঁতি।

বলল? বলল ওসব কথা? পা গুটিয়ে সিধে হয়ে বলে মদন, বেড়েছে—বড়ো বেড়েছে বাবুরা। অতি বাড় হয়েছে বাবুদের, মরবে এবার।

এয়োতি = সধবা।
বশীকরণ = বশ করা।
শ্যাল = শেয়াল।
বনগাঁয় শ্যাল রাজা মদন তাঁতি = বন জঙ্গলের ভরা অখ্যাত গ্রামে শেয়াল যেমন রাজা হয়ে বসে মদনও এইটুকু ছোটো একটা গ্রামে যেন বনগাঁয় শেয়াল রাজা।

দাওয়ায় উঠতে টলে পড়বার উপক্রম করে মদনের বউ। খুঁটি ধরে সামলে নিয়ে ভেতরে চলে যায়, ভেতর থেকে তীব্র উগ্র মন্তব্য আসে, এক পয়সা মুরোদ নেই, গর্বো কত।

ভুবন সান্ত্বনা দিয়ে বলে, মেয়েরা অমন বলে মদন, ওসব কথায় কান দিতে নেই।

তা বলে, বাবুদের বাড়ির মেয়েরাও বলে, তার মা বউও বলে, উদিও বলে। কিন্তু সব মেয়েরা বলে না। এই তাঁতিপাড়ার অনেক মেয়েই বলে না। মদন তাঁতিকে সামনে খাড়া করিয়ে তারা বরং ঝগড়া করে ঘরের পুরুষদের সঙ্গে। মদনও তাঁত বোনে তারাও তাঁত বোনে, পায়ের ধুলির যুগ্যি নয় তারা মদনের। এক আঙ্গুল গোঁপদাড়ির মধ্যে ভাঙা দাঁতের হাসি জাগিয়ে মদন শোনায় ভুবনকে। একটা এঁড়ে তাঁতির তেজ আর নিষ্ঠায় একটু খটকাই যেন লাগে ভুবনের। একটু রাগ একটু হিংসার জ্বালাও যেন হয়। সম্প্রতি মিহিরবাবুর তাঁতের কারবারে জড়িয়ে পড়ার পর সে শুনেছিল এ অঞ্চলে তাঁতি মহলে একটা কথা চলিত আছে ; মদন যখন গামছা বুনবে। গোড়ায় কথাটার মানে ভালো বোঝেনি, পরে টের পেয়েছিল সূর্য যখন পশ্চিমে উঠবে—এর বদলে ওই কথাটা এদিকে তাঁতিরা ব্যবহার করে। সে জানে মদন যদি তার কাছ থেকে সুতো নিয়ে কাপড় বুনে দিতে রাজি হয় আজ, কাল তাঁতিপাড়ার বেশির ভাগ লোক ছুটে আসবে তার কাছে সুতোর জন্য। বড়ো খামখেয়ালি একগুঁয়ে লোকটা, এই রাগে, এই হাসে, হা-হতাশ করে, এই লম্বা চওড়া কথা কয় যেন রাজা মহারাজ।

শব্দার্থ ও টীকা

উগ্র = ঝাঁঝালো।
মুরোদ = ক্ষমতা, শক্তি।
গর্বো = গর্ব, অহংকার।
যুগ্যি = যোগ্য।
তেজ = মানসিক শক্তি।
এঁড়ে = একগুঁয়ে।
নিষ্ঠা = গভীর একাগ্রতা।
হা-হুতাশ = গভীর দুঃখপ্রকাশ।
লম্বা চওড়া কথা = বড়ো বড়ো কথা।

21.3.8 (8)

উঠবার সময় ভুবনের মনে হয় এর থেকে যেন একটা গোঙানির আওয়াজ কানে এল।

তারপরেই মাসির গলা ; ও মদন, দ্যাখসে বউ কেমন করছে।

গোঙানি = চাপা যন্ত্রণার আওয়াজ।
দ্যাখসে = দেখে যা, দেখ।

ভুবন গিয়ে উদিকে পাঠিয়ে দেয় খবর নিতে। বেলা হয়েছে, তার বেরিয়ে পড়া দরকার, কাজ অনেক। কিন্তু মদনের ঘরের খবরটা না জেনে যেতে পারে না। তেমন একটা বিপদ ঘাড়ে চাপলে মদন হয়তো ভাঙতে পারে। উদির জন্য অপেক্ষা করতে করতে সে বিরক্ত হয়ে ওঠে। ও ছুঁড়ির বড়ো বাড়াবাড়ি আছে সব বিষয়ে, খবর আনতে গিয়ে হয়তো সেবা করতেই লেগে গেছে মদনের বউয়ের। কী হয়েছে মদনের বউয়ের? কী হতে পারে? গুরুতর কিছু যদি হয়.......

মদন হয়তো ভাঙতে পারে = মদনের দেমাক না থাকতে পারে।

উদি ফেরে অনেকক্ষণের পর। অনেকটা পথ হেঁটে মদনের বউয়ের শরীরটা কেমন কেমন করছিল, একবার মূর্ছা গেছে! মনে হয়েছিল বুঝি ওই পর্যন্তই থাকবে, কিন্তু পরে মনে হচ্ছে প্রসব-ব্যথাটা উঠবে।

পেসব হতে গেলে মরবে মাগি এবার। একবেলা একমুঠো ভাত পায় তো তিন বেলা উপোস। এমনি চলছে দু মাস। গাল দিয়ে এলাম তাঁতিকে, মরণ হয় না?

আখায় কাঠ গুঁজে নামানো হাঁড়িটা চাপিয়ে দেয়। বেঁটে আঁটো দেহটা পর্যন্ত তার পরিচয় দেয় দুর্জয় রাগের। বসাতে গিয়ে মাটির হাঁড়িটা যে ভাঙে না তাই আশ্চর্য!

আখা = উনুন।
দুর্জয় = তীব্র।

এখনও গেলে না যে?

যাব। আলিস্যে লাগছে।

ভাত খাবে, মোর রাঁধা ভাত? উদি আবদার জানায়।

ভুবন রেগে বলে, তোর কথা বড়ো বিচ্ছিরি।

আলিস্যে = আলসেমি।
আবদার = অনুরোধ, মিনতি।
বিচ্ছিরি = বিশ্রী, খারাপ।

মদন দাওয়ায় এসে বসেছে উঁকি মেরে দেখে ডোবা ঘুরে রাস্তা হয়ে ভুবন আবার যায়। সকালের পিঁড়িটা

সেইখানে পড়েছিল, তাতে জাঁকিয়ে বসে।

কেমন আছে বউ?

ব্যথা উঠেছে কম কম। রক্ত ভাঙছে বেশি, ব্যথা তেমন নয়। দুগ্‌গা বুড়িকে আনতে গেছে।

মদনের শান্ত নিশ্চিন্ত ভাব দেখে ভুবন রীতিমতো ভড়কে যায়। একটা বিড়ি ধরিয়ে ভাবে, ভেবে মদনকেও একটা বিড়ি দেয়।

মদন বলে হঠাৎ ; ভালো কিছু বোনান না, একটু দামি কিছু? সুতো নেই বুঝি?

মনটা খুশি হয়ে ওঠে ভুবনের।

সামান্য আছে। কিন্তু বেনারসি ছাড়া তুমি কি কিছু বুনবে?

বেনারসি? বেনারসি না বোনা যেন তারই অপরাধ, তারই অধঃপতন এমনি আপশোশের সঙ্গে বলে মদন, বেনারসি জীবনে বুনিনি।

এক ঘণ্টার মধ্যে সুতো এসে পড়ে। ভুবন লোক দিয়ে সুতো পৌঁছে দেয় মদনের ঘরে। সুতো দেখে কান্না আসে মদনের। এই সুতো দিয়ে তাকে ভালো কাপড়, দামি কাপড় বুনে দিতে হবে। এর চেয়ে কেশবের মতো গামছাই নয় সে বুনত, লোকে বলত মদন তাঁতি গামছা বুনেছে দায়ে পড়ে কিন্তু যা-তা ওঁচা কাপড় বোনেনি। সকালে পায়ে যেমন খিঁচ ধরেছিল তেমনিভাবে কী যেন টেনে ধরে তার বুকের মধ্যে। ট্যাঁকে গোঁজা দাদনের টাকা দুটো যেন ছ্যাঁকা দিতে থাকে চামড়ায়। কিন্তু এদিকে তাঁত না চালিয়ে চালিয়ে সর্বাঙ্গে আড়ষ্টমতো ব্যথায় পেটে খিদেটা মরে মরে জাগছে বারবার, বউটা গোঙাচ্ছে একটানা।

কী করবে মদন তাঁতি?

সেদিন রাত্রি যখন গভীর হয়ে এসেছে, শীতের চাঁদের ম্লান আলোয় গাঁ ঘুমিয়ে পড়েছে, চারিদিক স্তব্ধ নিঝুম হয়ে আছে, মাঝে মাঝে কাছে ও দূরে কুকুর, শিয়ালের ডাক ছাড়া, মদন তাঁতির তাঁত ঘরে শব্দ শুরু হল ঠকাঠক, ঠকাঠক। খুব জোরে তাঁত চালিয়েছে মদন, শব্দ উঠছে জোরে। উদির ঘরেতো বটেই, বৃন্দাবনের ঘরে পর্যন্ত শব্দ পৌঁছতে থাকে তার তাঁত চালানোর।

ভুবন বলে আশ্চর্য হয়ে, এর মধ্যে তাঁত চাপল? একা মানুষ কখন ঠিক করল সব?

উদিও অবাক হয়ে গিয়েছিল—ও খাঁটি গুণী লোক, ও সব পারে—সে বলে ভয়ে ও বিস্ময়ে কান পেতে থেকে।

বুড়ো বৃন্দাবন ছেলেকে ডেকে বলে, মদন তাঁত চালায় নাকি রে?

তা ছাড়া কী আর? কেশব জবাব দেয় ঝাঁঝের সঙ্গে, রাত-দুপুরে চুপে চুপে তাঁত চালাচ্ছেন, ঘাট শুধু মোদের বেলা।

ভুবনের সুতো না হতে পারে।

কার সুতো তবে? কার আছে সুতো ভুবন ছাড়া শুনি?

মদনের তাঁত কখন থেমে ছিল উদি জানে না। ভোরে ঘুম ভেঙেই সে ছুটে যায় মদনের কাছে। মদনকে ডেকে তুলে সাগ্রহে বলে, কতটা বুনলে তাঁতি।

আয় দেখবি।

শব্দার্থ ও টীকা

জাঁকিয়ে = সগর্বে ভঙ্গিতে।
নিশ্চিন্ত = চিন্তা শূন্য।
রীতিমতো = নিয়মমতো।
ভড়কে = ভয় পেয়ে আড়ষ্ট হওয়া, ঘাবড়ে যাওয়া।
অধঃপতন = পদস্খলন।
আপশোশ = অনুতাপ।
ওঁচা = নিকৃষ্ট।
ট্যাঁকে = কোমরে।
সর্বাঙ্গে = সমস্ত শরীরে, সারা দেহে।
নিঝুম = নিঃশব্দ।
ঘাট = অপরাধ।

শব্দার্থ ও টীকা

থ বনে থাকে উদি = উদি বিস্মিত হয়, বাক্যহারা হয়ে যায়।
ফিরে দেগা = ফিরিয়ে দিয়ে আয়।
উপক্রম = সম্ভাবনা।
নির্বাক = বাক্যহারা।
ঠেয়ে = কাছে, থেকে।
দুকুর = দুপুর।

কথার খেলাপ = কথা না রাখা।

মদন তাকে নিয়ে যায় তাঁত ঘরে। ফাঁকা শূন্য তাঁত দেখে থ বনে থাকে উদি। সুতোর বান্ডিল যেমন ছিল তেমনি পড়ে আছে।

সুতো মদন উদির হাতে তুলে দেয়, টাকা দুটোও দেয়। বলে, নিয়ে যা ফিরে দেগা ভুবনবাবুকে। বলিস, মদন তাঁতি যেদিন গামছা বুনবে—

একটু বেলা হতে তাঁতিপাড়ার অর্ধেক মেয়ে পুরুষ দল বেঁধে মদনের ঘরের দাওয়ার সামনে এসে দাঁড়ায়। মুখ দেখলেই বোঝা যায় তাদের মনের অবস্থা। রোষে ক্ষোভে কারও চোখে জল এসে পড়বার উপক্রম করেছে। গগন-তাঁতির বউটা পর্যন্ত নির্বাক হয়ে গেছে।

বুড়ো ভোলা শুধোয় ; ভুবনের ঠেয়ে নাকি সুতো নিয়েছ মদন? তাঁত চালিয়েছ দুকুর রাতে চুপিচুপি।

দেখে এসো তাঁত।

তাঁত চালাওনি রাতে?

চালিয়েছি। খালি তাঁত। তাঁত না চালিয়ে খিঁচ ধরল পায়ে, রাতে তাই খালি তাঁত চালালাম এট্টু। ভুবনের সুতো নিয়ে তাঁত বুনব? বেইমানি করব তোমাদের সাথে কথা দিয়ে? মদন-তাতি যেদিন কথার খেলাপ করবে—

মদন হঠাৎ থেমে যায়।

21.4 বিষয়ের রূপরেখা

যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে তখন যুদ্ধের প্রয়োজনে এদেশের ইংরেজ সরকার অন্যান্য জিনিসের মতো সুতোর উপরেও নিয়ন্ত্রণ আনে। বাজার থেকে উধাও হয় সুতো। দেখা দেয় সুতোর কালোবাজারি মজুতদারি। তাঁতিরা নিদারুণ অবস্থায় পড়ে। মজুতদারেরা মোটা সুতোয় মোটা কাপড়, গামছা সামান্য মজুরিতে তাঁতিদের দিয়ে বানিয়ে মস্ত মুনাফা করতে চায়। কিন্তু এই তাঁতিদের গর্ব মিহি সুতোয় শিল্পসম্মত তাঁতবস্ত্র বোনার। শিল্পসৃষ্টির সেই অহংকারকে তারা ভাতের বিনিময়েও জলাঞ্জলি দিতে নারাজ। মদন এই তাঁতশিল্পীদের সেরা এবং পথপ্রদর্শক। পঞ্চাশের মন্বন্তর ফেলেছে করাল ছায়া। ঘরে ঘরে দুটো ভাতের জন্য হাহাকার। এদিকে সুতোর অভাবে তাঁত বন্ধ। সারা বছর উদয়াস্ত তাঁত চালানোই যাদের জীবন তারা আজ শক্তিহীন, যন্ত্রণায় অধীর। এরই সুযোগ নিতে তৎপর মুনাফাখোর, কালোবাজারিরা। মিহিরবাবু আর তার দালাল ভুবন ঘোষাল। অভাবের জ্বালায় কেউ কেউ গোপনে আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু মদন অনড়। তার স্ত্রী গর্ভবতী, অনাহারে অর্ধাহারে মরণোন্মুখ। তবু শিল্পীর ইজ্জত খোয়াতে নারাজ সে। কোনও দুর্বল মুহূর্তে দাদন নিয়েও তা ফেরত দেয়। মৃত্যুর চোখ-রাঙানিকে উপেক্ষা করে শিল্পধর্মের জয় ঘোষণা করে।

21.4.1 সকালে দাওয়ায় বসে .... যা সয় তা সইবে না কেন?

বক্তব্যসার:

তাঁত চালিয়ে ধুতি শাড়ি ইত্যাদি নিত্য ব্যবহার্য বস্তু বয়ন করে তাঁতিরা জীবিকা নির্বাহ করে। খোলাবাজারে কাপড় বোনার প্রধান উপকরণ সুতো না পেয়ে মদনসহ তাঁতি-পাড়ার সবারই তাঁত বন্ধ। সাতদিন ধরে তাঁত বন্ধ থাকায় মদনের দীর্ঘদিনের অভ্যাসে ছেদ পড়েছে। দিনে-রাতে তাঁত চালাতে যে শারীরিক পরিশ্রম বা

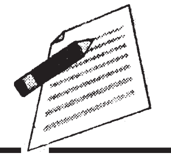

শব্দার্থ ও টীকা

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের প্রয়োজন হত তার অভাবে মদনের হাতে, পায়ে, কোমরে, পিঠে আড়ষ্টতা দেখা দিয়েছে এবং সেই কারণে বাতের ব্যথার মতো একটা ব্যথায় সে কষ্ট পাচ্ছে। সুতোর অভাবে তাঁত চালাতে না পেরে রুজি-রোজগারও তো বন্ধ। অথচ এই দুরবস্থার জন্য তাঁতিরা কেউ দায়ী নয়। মহাজনের কারসাজিতেই খোলাবাজার থেকে সুতো উধাও হয়ে গেছে আর সেগুলি ঠাঁই পেয়েছে মহাজনের গুদাম ঘরে। মহাজনের শর্ত মেনে কম মজুরিতে কাপড় বুনে তা মহাজনের হাতে তুলে দিতে রাজি হলে মদনসহ কোনো তাঁতিকেই আর বসে থাকতে হয় না, শারীরিক মানসিক আর আর্থিক কষ্ট ভোগ করতে হয় না।

মন্তব্য:

মদনের জীবনের এক সংকটময় পরিস্থিতির কথাই এখানে ব্যক্ত হয়েছে। শ্রমমূলক কাজের অভাবে তার সমস্ত শরীর কেমন নির্জীব, অবসন্ন হয়ে পড়ে, একটা চাপা ব্যথার স্রোত বয়ে যায়। হয়তো তার মনে আগামী দিনগুলির ভাবনা ছায়া ফেলে। কিন্তু ভেবে সে কুল- কিনারা পায় না। ফলে তার মনে এক শূন্যতার অনুভূতি জেগে ওঠে, তাকে উদাস করে তোলে এবং একটা না-বলা বেদনার অনুভবে তার মনটা কেমন টনটন করতে থাকে। কিন্তু নিরুপায় মদনকে শারীরিক ও মানসিক সব ব্যথাবেদনা, দুঃখকষ্ট নীরবে সহ্য করে যেতে হয়।

পাঠগত প্রশ্ন : 21.1

1. বন্ধনীর মধ্য থেকে ঠিক শব্দ বেছে নিয়ে শূন্যস্থানে লিখুন।

(ক) হঠাৎ তার ____________ খিঁচ ধরল ভীষণভাবে। (অ. কোমরে, আ. পায়ে, ই. হাতে)

(খ) গাঁটে গাঁটে ____________ কামড়ানি। (অ. প্রচণ্ড, আ. অসহ্য, ই. ঝিলিকমারা)

(গ) শরীরটা মিইয়ে ঝিমিয়ে ব্যথিয়ে ওঠে ____________। (অ. তিনদিনে, আ. চারদিনে, ই. দুদিনে)

(ঘ) মনটা কেমন ____________ করে একধরনের উদাস করা কষ্টে। (অ. শিরশির, আ. টনটন, ই. আনচান)

(ঙ) শরীর মনের ও সব উদ্‌বেগ সয়ে ____________ থাকে মদন। (অ. চুপচাপ, আ. শান্ত, ই. স্থির)

2. সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

(ক) সকালে মদন কোথায় বসে রোদের সেঁক খাচ্ছিল?

অ. দাওয়ায় আ. মাঠে ই. বিছানায়

(খ) মদন কতদিন তাঁত না চালানোর পর তার হাতে পায়ে আড়ষ্ট ব্যথার মতো হয়ে পড়ে ছিল?

অ. পাঁচ দিন আ. তিনিদিন ই. সাতদিন

(গ) মদনের তাঁত চলে না — কারণ:

অ. মদনের অসুস্থতা আ. সুতো মেলে না ই. মদনের স্ত্রীর অসুস্থতা

3. দুটি বাক্যে উত্তর লিখুন।

(ক) খোলাবাজারে সুতো পাওয়া যাচ্ছে না কেন?

21.4.2 সকালে উঠেই মা গেছে .... উঠে হাঁটো দু-পা, সেরে যাবে।

বক্তব্যসার:

মদনের পায়ে যখন খিঁচ ধরেছে তার মা আর বউ তখন গেছে বাবুদের বাড়ি, তাদের ছোটো মেয়ের বিয়েতে মদনের তাঁতে বোনা কাপড়ের বায়নার ব্যাপারে। মদনের চিৎকার শুনে তার মাসি দৌড়ে আসে মদনের ছোটো ছেলেকে নিয়ে, সঙ্গে আসে তার নিজের ছোটো মেয়ে। মাসির চ্যাঁচানোতে ভয় পেয়ে কাঁদতে থাকে ছেলেমেয়ে দুটোও। কিন্তু মাসির শরীরটা বড়ো রোগা, তার ওপর একটা হাত নুলো। সে কেমন করে পারবে মদনকে সুস্থ করতে। এমন সময় মহাজনের দালাল সুযোগসন্ধানী ভুবন ঘোষাল যাচ্ছিল মদনের বাড়ির সামনে দিয়েই।

মন্তব্য:

ভুবন ঘোষাল জানে, মদনকে কোনোমতে কাপড় বুনতে রাজি করাতে পারলেই অন্য তাঁতিরা তার কাছ থেকে সস্তা সুতো নিয়ে কাপড় বুনতে শুরু করবে। তাই মদনকে খুশি করার জন্য সে মদনের পা টেনেটুনে তার পায়ের খিঁচ ধরাবার ব্যথা কমিয়ে দেয়।

পাঠগত প্রশ্ন : 21.2

1. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিন ঃ

(ক) সুতো—জোগাড় হয়ে যাবে বাবুদেরই কল্যাণে।

অ. অনায়াসে আ. সহজে ই. বিনা পরিশ্রমে

(খ) বাড়িতে ছিল — মদনের মাসি।

অ. কেবল আ. একমাত্র ই. শুধু

(গ) শরীরটা প্যাকাটির মতো —।

অ. সরু আ. দুর্বল ই. রোগা

(ঘ) মদনের — চিৎকার শুনে সে ছুটে আসে।

অ. অস্বাভাবিক আ. প্রচণ্ড ই. হাউমাউ

(ঙ) ছেলেমেয়ে দুটো আগেই গলা ফাটিয়ে — জুড়েছিল।

অ. চিৎকার আ. হৈচৈ ই. কান্না

2. নীচে পাঁচটি বাক্য দুটি অংশে ভাগ করে এলোমেলোভাবে সাজানো আছে। দুই অংশের বাক্যাংশগুলি মেলান।

(ক) সকালে উঠেই মা গেছে বউকে সাথে নিয়ে	(ক) চার বছরের মেয়ে
(খ) খড়ি ওঠা ফাটা পায়ে হাতের কড়া তালুর ঘষায়	(খ) উঠে হাঁটো দু পা
(গ) ভুবন পরামর্শ দেয় ;	(গ) পা ঠিক করে দেয় মদনের
(ঘ) সাথে আসে মাসির	(ঘ) বাবুদের বাড়ি
(ঙ) মাসির কী ক্ষমতা আছে এক হাতে টেনে	(ঙ) শব্দ হয় শোষেরই মতো

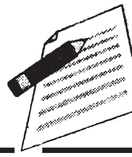

3. কম-বেশি দুটি বাক্যে লিখুন।

(ক) মদনের মা বাবুদের বাড়ি কেন গিয়েছিল?

(খ) মদনের পা ঠিক ছিল না কেন?

21.4.3 মদন কথা কয় না .... মুখকে তার বড়ো ভয়

বক্তব্যসার:

উদিকে পাড়ার কেউ পছন্দ করে না ভুবন ঘোষালের সঙ্গে তার অবৈধ সম্পর্কের জন্য। মদনের চিৎকার শুনে আশেপাশের বাড়ির কয়েকজন এসে হাজির হয়েছে। শুধু উদি আসেনি। উদির মিষ্টি গলায় চ্যাঁচানো শুনে পাড়ার মেয়ে-পুরুষের গা যেন জ্বলে যাচ্ছিল। উদির চরিত্র যেমনই হোক্ সে কিন্তু মদনের ভালো চায়। মদনের বউ আসন্নপ্রসবা। না খেয়ে তার ঘরে পাছে কেউ মরে যায় এই ভাবনায় কাল এসে চাল ডাল দিয়ে মদনের বউকে সাহায্য করেছে। জিজ্ঞেস করে গেছে তার মতি-গতির কথা, তার একগুঁয়েমির কথা।

ভুবন ঘোষাল সুতোর দালাল। তাঁতিপাড়ার সবাই জানে, সে সস্তা সুতো দিয়ে তাঁতিদের দিয়ে সস্তা কাপড় বুনিয়ে নিতে চায়। তাকে কেউ পছন্দ করে না। তাই মদনের বাড়িতে তাকে দেখে সকলেরই খুব রাগ হয়। তাদের সংশয় মদন কি ভুবনের ফাঁদে পা দিল? তাদের মুখের বদলে-যাওয়া ভাবের অর্থ বুঝতে পারে মদন। ভুবন ঘোষালের জন্যই তার মৃত্যু যন্ত্রণার উপশম হয়েছে। খিঁচ-ধরা পা-টা তার বশে এসেছে বলে উপস্থিত সবাইকে মদন জানায়। গগন-তাঁতির বউ স্পষ্ট কথা বলতে ভয় পায় না। সে বলে, 'অ! কাছেই ছিলেন তা এলেন ভালো'।

মন্তব্য:

উদির চরিত্রে অনেক দোষ থাকলেও তার মধ্যে দেখা যায় মমত্ব ও সমবেদনা।

পাঠগত প্রশ্ন : 21.3

1. বন্ধনীর মধ্য পাঠ থেকে ঠিক শব্দ বেছে নিয়ে শূন্যস্থানে বসান।

(ক) কয়েকজন মেয়ে-পুরুষ ছুটে এসে হাজির হয়েছে ____________ শুনে।
(অ. চেঁচামেচি, আ. হুল্লোড়, ই. চিৎকার)

(খ) উদিই ____________ তাড়া দিয়ে পাঠিয়েছে তাকে।
(অ. হয়তো, আ. মনে হয়, ই. সম্ভবত)

(গ) কিছু চাল আর ডাল সে ____________ দিয়েছে কাল মদনের বউকে।
(অ. চুপিচুপি, আ. লুকিয়ে, ই. গোপনে)

(ঘ) গগন-তাঁতির বউয়ের মুখকে তার ____________ ভয়।
(অ. খুব, আ. বড়ো, ই. অত্যন্ত)

(ঙ) মুখের ভাব তাদের স্পষ্টই ____________ যায়।
(অ. পালটে, আ. উলটে, ই. বদলে)

2. প্রতিটি বাক্যে একটি করে ভুল শব্দ দেওয়া আছে। সেটি সংশোধন করে সঠিক শব্দ বসান।

(ক) কয়েকটা আমগাছের মোটে ফারাক মদন আর উদির কুঁড়ের মধ্যে।

(খ) উদির কুঁড়ে থেকেই সে পুকুর ঘুরে রাস্তা হয়ে এসেছে।

(গ) চারদিন তাঁত বন্ধ মদনের।

(ঘ) পিসি মাদুর এনে বসতে দিয়েছিল ভুবনকে।

(ঙ) গগন-তাঁতির বেঁটে রোগা বউ অদ্ভুত আওয়াজ করে বলে।

3. সঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিন ঃ

(ক) 'কাছেই ছিলেন তা এলেন ভালো, তাইতো বলি মোরা।'—কথাটি কে বলেছে?

অ. মদনের মাসি   আ. গগনের বউ   ই. উদি

(খ) 'গগন তাঁতির বউয়ের মুখকে তার বড় ভয়।'—কার ভয়?

অ. ভুবনের   আ. মদনের বউয়ের   ই. মদনের

(গ) 'উনি ছুটে এসে টেনে-টুনে ঠিক করে দিলেন'—উনি কে?

অ. ভুবন ঘোষাল   আ. উদি   ই. মদনের মা

(ঘ) 'একগুঁয়েমি তার কাটেনি'—কথাটি কে বলেছে।

অ. উদি   আ. মদনের মাসি   ই. মদনের বউ

4. উদি যে মদনের হিতাকাঙ্ক্ষী তা বোঝা গেল কীভাবে?

21.4.4 বৃন্দাবন দাঁড়িয়ে ছিল .... কত ঢং জানে বুড়ো

বক্তব্যসার:

বৃন্দাবনের ঘর মদনের বাড়ির পাশেই। তার শরীর জরাজীর্ণ। তাঁত চালাবার ক্ষমতা তার নেই। কিন্তু তাঁতিপাড়ার আর সকলের যখন তাঁত বন্ধ তখন তার বড়ো ছেলে রসিক তাঁত চালায়। সুতোর অভাবে তাঁত চালাতে না পেরে অভাবে আর আতঙ্কে সমস্ত তাঁতিপাড়া যখন থমথম করছে তখন তাঁত চলছে শুধু কেশব আর বৃন্দাবনের ঘরে। ভুবন ঘোষাল খুব কৌশলে মদনের বাড়িতে ওই জড়ো-হওয়া মানুষগুলোর সামনে সে-কথা ফাঁস করে দেয়। তাই বৃন্দাবনকে খুব অপরাধী দেখায়। ভুবন ঘোষাল বৃন্দাবনকে বলল, গামছা বোনা হয়ে গেলে যেন কেশব পয়সা নিয়ে যায়। বৃন্দাবনের মুখের চেহারা তখন করুণ, অসহায়ভাবে বলে, সে এসব কিছু জানে না; তার ছেলে জানে। গগনের বউ স্পষ্ট কথার মানুষ, তার মুখে কিছুই আটকায় না। বৃন্দাবন চলে যাওয়ার সময় গগনের বউ মুখ বাঁকিয়ে ব্যঙ্গ করে বলে, 'কত ঢং জানে বুড়ো!'

মন্তব্য:

সবাইকে উপেক্ষা করে স্বার্থপর কুচক্রী ভুবনের কাছে বৃন্দাবনের আত্মসমর্পণের এই প্রচেষ্টাকে গগনের বউ ধিক্কার জানাতে দ্বিধা করে না।

শব্দার্থ ও টীকা

পাঠগত প্রশ্ন : 21.4

1. সঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিন:

(ক) বৃন্দাবনের বড়ো ছেলের নাম কী?

(অ) কেশব
(আ) রসিক
(ই) ভুবন

(খ) তাঁতিপাড়ায় কার কার তাঁত চলছে?

(অ) কেশব আর বৃন্দাবনের
(আ) বৃন্দাবন আর শ্রীধরের
(ই) কেশব আর শ্রীধরের

(গ) 'কত ঢং জানে বুড়ো!'—কে বলেছে? বুড়োটি কে?

(অ) বলেছে গগনের বউ, বুড়োটি হল বৃন্দাবন
(আ) বলেছে মদনের মাসি, বুড়োটি হল ভোলা
(ই) বলেছে উদি, বুড়োটি হল মদনের বাপ

(ঘ) বৃন্দাবন তাঁতে বসে না কেন?

(অ) সুতোর অভাব বলে
(আ) পুরানো জীর্ণ তাঁত বলে
(ই) শরীরে ক্ষমতা নেই বলে

(ঙ) বৃন্দাবন যেন চমকে ওঠে।—চমকে ওঠে কেন?

(অ) মদনের পায়ে খিঁচ ধরেছে বলে
(আ) মদনের বাড়িতে পাড়ার মেয়ে-পুরুষদের সমাবেশ দেখে
(ই) দালাল ভুবনের কথায় তার নিজের মাথা মুড়োনোর কথা সবার সামনে ফাঁস হওয়ায়

2. নীচের চারটি বাক্য দুই অংশে ভাগ করে এলোমেলো করে দেওয়া আছে। বাক্যগুলি মেলান।

(ক) অপরাধীর মতো	(ঙ) বুড়ো ভোলার চেয়ে বৃন্দাবনের
(খ) বয়স অনেক কম	(চ) পিছু ফিরে
(গ) মোর ছেলা বলতে পারে	(ছ) বৃন্দাবন দাঁড়িয়ে ছিল পিছনে
(ঘ) ধীরে ধীরে চলে যায় বৃন্দাবন	(জ) জানি না বাবু

2. অনধিক দুটি বাক্যে উত্তর লিখুন:

(ক) 'বৃন্দাবন দাঁড়িয়ে ছিল পিছনে, অপরাধীর মতো।'—কেন বৃন্দাবন অপরাধীর মতো দাঁড়িয়েছিল?

(খ) বৃন্দাবনের তাঁতে কী বোনা যায়?

21.4.5 বুড়ো ভোলা বলে .... বুনতে শুরু করবে তাঁতিরা

বক্তব্যসার:

ভুবন ঘোষাল তাঁতিদের আন্দোলন ভেস্তে দেবার তালে আছে। সে অত্যন্ত স্বার্থান্বেষী ও সুযোগ- সন্ধানী। তাঁতিপাড়ার সবাই চলে যেতে সে মদনকে বোঝাতে চেষ্টা করে, তাঁতিদের কাজ বন্ধ করে বোকামি করাটা নিজেদের সর্বনাশের পথ পরিষ্কার করা। মদন জানায় দাদন নিয়ে অথবা ধার করেই তাঁতিদের তাঁত চালাতে হয়। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে মুখে রক্ত তুলে দিনরাত তাঁত চালিয়েও তারা পোষাতে পারে না। আর ভুবনের প্রস্তাব মেনে নিলে অর্ধেক পড়তাও থাকবে না তাঁতিদের। তাঁতিদের যতই বোকা বলা হোক্ না কেন তারা কিছুতেই ভুবনের প্রস্তাব মেনে নেবে না।

ভুবন ঘোষাল দরদির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে বলে, সে অনেক বলে কয়ে মালিক মিহিরবাবুর কাছ থেকে তাঁতিদের জন্য সুতো জোগাড় করেছিল। কিন্তু এখন তাঁতিরা সে-সুতো না নিলে পস্তাবে।

মন্তব্য:

ভুবন চালাক মানুষ। তাঁতিরা অভাবের তাড়নায় তাঁত বিক্রি করে দিতে বাধ্য হলে সেই তাঁত মিহির-বাবুর বেনামিতে সে নিজেই কিনে নেবে জলের দামে। এটাই ছিল তার কৌশল।

পাঠগত প্রশ্ন : 21.5

1. সঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিন ঃ

(ক) 'এ সব ইঙ্গিত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে তারা ভয় পায়।'

(i) কার ইঙ্গিত?

(অ) বৃন্দাবনেব

(আ) বুড়ো ভোলার

(ই) ভুবন ঘোষালের

(ii) কারা ভয় পায়?

(অ) রসিক আর কেশব

(আ) ভুবন আর উদি

(ই) তাঁতিপাড়ার তাঁতি সম্প্রদায়

(iii) ইঙ্গিতটা কী?

(অ) গামছা কাপড় বুনে দিলেই পয়সা মেলে

(আ) এবার বুড়োর যাওয়াই ভালো

(ই) মরগে না হেথা থেকে যেথা মরবি?

(খ) ভুবন ঘোষাল তাঁতিদের বোকা বলেছে কেন?

(অ) পায়ে খিঁচ ধরলে হ্যাঁচকা টান দিতে জানে না বলে

(আ) সস্তা ধুতিশাড়ি গামছা বুনবে না বলে

(ই) সুতোর বাজারদর জানে না বলে

শব্দার্থ ও টীকা

(গ) তাঁতিপাড়ার কেউ ভুবনকে সহ্য করতে পারে না কেন?

(অ) ভুবন ঘোষাল তাঁতিদের আন্দোলন ভেস্তে দেবার চক্রান্ত করছে বলে।

(আ) ভুবন ঘোষাল উদির রান্না করা ভাত খায়নি বলে।

(ই) ভুবন ঘোষাল মদনের দাওয়ায় এসে বসেছে বলে।

2. পাঠের সঠিক শব্দের সাহায্যে শূন্যস্থান পূর্ণ করুন।

(ক) কেশব গেলেই ______________ পাবে। (অর্থ, টাকা, পয়সা)

(খ) মদন নিজেও ______________ তাঁতি। (তিন পুরুষে, সাত পুরুষে, পাঁচ পুরুষে)

(গ) সুতো কিনতে পাচ্ছিস না, পাবিও না ______________। (কিছুকাল, অনেককাল, চিরকাল)

(ঘ) নয়তো দুদিন বাদে তাঁত ______________ হবে তোমাদের। (কিনতে, আনতে, বেচতে)

3. তাঁতিদের রুজি-রোজগার বন্ধ। এই দুরবস্থার জন্য দায়ী কে? যে মন্তব্যটি ঠিক সেটিতে টিক্ (✓) চিহ্ন দিন।

(ক) এই দুরবস্থার জন্য তাঁতিরা কেউ দায়ী নয়। মহাজনের কারসাজিতেই খোলাবাজার থেকে সুতো উধাও হয়ে গেছে আর সেগুলো ঠাঁই পেয়েছে মহাজনের গুদাম ঘরে।

(খ) রোগ ব্যাধিতে ভুগে মানুষের শরীর যেমন দুর্বল ও অবসন্ন হয়ে পড়ে তাঁতিদের শারীরিক অবস্থাও তেমনি! তাই শারীরিক কষ্টের জন্যই তাঁতিদের এই দুর্ভোগ।

কম-বেশি পাঁচটি বাক্যে লিখুন :

4. তাঁতিপাড়ার তাঁতিরা সস্তা কাপড় বুনবেই না কেন?

5. সেই ভরসাতেই হয়তো গাঁট হয়ে বসে আছে লোকটা।—ভরসাটা কী?

21.4.6 'মাসি এসে ঘুর ঘুর করে .... ব্যাভার করে ওর সঙ্গে'।

বক্তব্যসার:

মদনের মাসির মন সংস্কারাচ্ছন্ন। ভুবন ঘোষাল বামুন হয়ে মদনের পায়ে হাত দিয়েছিল। মাসির ধারণা হচ্ছে এজন্য মদনের উচিত ছিল ভুবনকে একটা প্রণাম করা। বামুন মানুষ, গুরুজন ব্যক্তিকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম না করলে পাপ হতে পারে। এই কথাটা মদনের কানে কানে বলতে এলে মদন তাকে গালাগালি দিয়ে তাড়াল। মদনের মনে কোনও সংস্কার নেই। তাই মদন রেগে যায়। মদনের মাসি বুঝতে পারে মদনের এখন মেজাজ খারাপ। তবে মদনের ওপর মাসির খুব বিশ্বাস। মদন তার বাপের নাম রেখেছে। তার বাপ ছিল নামকরা কাপড়ের কারিগর। মদনও তাঁর মতো বড়ো তাঁতি। মাসির বিয়ের সময়ে মদনের বাপ তার জন্য একটা জালের মতো শাড়ি বুনে দিয়ে মশকরা করেছিল। মদনের মাসি জানে এখন দিনকাল বদলেছে। চারিদিকে অভাব অনটন। মদন কিন্তু বদলায়নি। শত অভাবেও মদন সস্তা দামের কাপড় গামছা বুনবে না। কিন্তু সংসারের নানা টানাপোড়েনে, মদনের মা আর বউ মদনকে ঠিকমতো বুঝতে পারছে না। সাংসারিক সংকটের সামনে দাঁড়িয়ে তারা মদনের সঙ্গে সুস্থ, সহজ স্বাভাবিক সম্পর্কটা বজায় রাখতে পারছে না। মদনের বাবার সঙ্গে তার পরিহাস-মধুর সম্পর্ক ও ব্যবহারের কথা স্মরণ করে স্মৃতিবেদনায় মাসির মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। সেই সুখের দিনের পরিপ্রেক্ষিতে মদনের বর্তমান দুঃখ-দুর্দশার কথা ভেবেও মাসির মন ব্যথিত হয়ে ওঠে, কারণ শত অভাব অনটন সত্ত্বেও সে বাপঠাকুর্দার ধারা বজায় রাখতে সচেষ্ট। শিল্পী ও শিল্পের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করে, আদর্শ বিসর্জন দিয়ে

সে ফরমায়েসি ও সস্তা কাপড় বুনতে একান্তই অনিচ্ছুক। এই পরিপ্রেক্ষিতে সেই গুণী মানুষটির কথা, মদনের বাপের কথা বেশি করে মনে পড়ে মাসির।

মন্তব্য:

লেখক তাঁর 'শিল্পী' গল্পে একটি অপ্রধান চরিত্র মদনের মাসিকে সামান্য দু-একটি কথায় এখানে উজ্জ্বল করে তুলেছেন।

পাঠগত প্রশ্ন : 21.6

1. মদনের মাসির মন সংস্কারাচ্ছন্ন—কখন বোঝা গেল?—যে মন্তব্যটি ঠিক সেটিতে টিক্ (✓) চিহ্ন দিন।

(অ) বামুনের ছেলে পায়ে হাত দিয়েছে মদনের, গড় হয়ে পায়ের ধুলো নিয়ে ভুবনকে যতক্ষণ সে প্রণাম না করছে মাসির মনে স্বস্তি নেই।

(আ) বিয়ের সময় জালের মতো ছিস্টিছাড়া শাড়ি বুনে পরতে দিয়ে তার সঙ্গে যে মশকরা করেছিল মদনের বাপ সে কথা কোনোদিন ভুলবে না মাসি।

2. 'ওটা ছুতো'—কোন্‌টা ছুতো?

(অ) ভুবনকে প্রণাম করতে বলায় রাগ হওয়া

(আ) মেয়ে কাঁদছে বলে বকুনি দেওয়া

3. তাঁতের কাজে কার নাম মদন বজায় রেখেছে?

(অ) বংশের নাম।

(আ) বাপের নাম।

(ই) সাতপুরুষের নাম।

4. কচি বয়সে এ বাড়িতে এসে মাসি শুনেছিল।—মাসি কার সঙ্গে এ বাড়িতে এসেছিল?

(অ) মদনের বাবার সঙ্গে।

(আ) মদনের মার সঙ্গে।

(ই) শ্রীধর তাঁতির সঙ্গে।

5. মদনের বাপের কথা মাসির মনে পড়ে কেন?

21.4.7 'মদনের বাপ যদি .... কথা কয় যেন রাজামহারাজা'।

বক্তব্যসার:

মদনের বাবা আজ বেঁচে নেই। থাকলে তার বয়স হত নব্বুইয়ের ওপরে। মদনের মাসি শ্রীধর-তাঁতির কথাও ভাবে। শ্রীধর বড়োই দুর্ভাগা, জীবনে তার অনেক কষ্ট। সমস্ত কষ্টের অবসান হয়ে এবার বুড়োর মরে

শব্দার্থ ও টীকা

যাওয়াই ভালো মনে করে মদনের মাসি।

সূক্ষ্ম সুতোয় কারুকার্যময় দামি শাড়ি বোনাতেই মদনের আগ্রহ। মোটা সুতোয় সস্তা দামের শাড়ি বুনলে তার শিল্পীসত্তার প্রকাশ ঘটে না। এই কারণে সে এই ধরনের কাপড় বোনে না। ঘরে তার নিত্য অভাব অনটন। বউ আসন্ন-প্রসবা, উপোস করে দিন কাটে। তবু তার শিল্পীসত্তা বিসর্জন দিতে রাজি নয়। তার বউ আর মা বাবুদের বাড়ি কিছু শাড়ির বায়না আনতে গিয়ে অপমানিত হয়ে ফিরে এসেছে। বাবুদের বাবুর মেয়েরা টিটকারি দিয়ে তাকে 'বনগাঁর শ্যাল রাজা' বলে অভিহিত করেছে। মদন এতে কষ্ট পেলেও বিচলিত হয় না। তার হাতের কাজের প্রমাণ রয়েছে তার বউ-এর পরনের শাড়িতে। এই শাড়িটা সে বিয়ের সময় বুনেছিল। শাড়িটি অনেক বছর পরে এখনও উজ্জ্বল আছে। মিহি সুতোয় বোনা এই কাপড়খানি পরলে এত অভাব-অনটনের মধ্যেও তার উপোসী রোগা ফ্যাকাশে বউকে বাবুর বাড়ির মেয়েদের মতো লাগে। মদন কেবল বলে, 'অতি বাড় হয়েছে বাবুদের। এবার মরবে।'

মন্তব্য:

ধনীর বিরুদ্ধে মদনের অসহায় অক্ষম ক্রোধের প্রকাশ এভাবেই হয়েছে। ভুবন কৌশল করে মদনকে হাত করতে চেয়েছিল। কিন্তু ব্যর্থ হওয়ায় সে রেগে গেছে। মদন কাপড় বুনতে রাজি হলে অন্য তাঁতিরাও রাজি হত। ব্যর্থতার জ্বালায় ভুবন ভাবে মদন তাঁতির মাথার ঠিক নেই। যখন তখন রেগে যায়, আবার হাসে। তার কথাবার্তা আর ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয়, সে বুঝি একজন রাজা-মহারাজা।

পাঠগত প্রশ্ন : 21.7

1. সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

(ক) মদনের বাপ আজ বেঁচে থাকলে তার বয়স কত হত?

(অ) ৮০ বছরের বেশি
(আ) ৯০ বছরের বেশি
(ই) ১০০ বছরের বেশি

(খ) এবার বুড়োর যাওয়াই ভালো—বুড়োটি কে? কথাটি কে বলেছে?

(অ) বুড়োটি ভুবন ঘোষাল, বলেছে উদি।
(আ) বুড়োটি শ্রীধর তাঁতি, বলেছে মদনের মাসি।
(ই) বুড়োটি বৃন্দাবন তাঁতি, বলেছে গগনের বউ।

(গ) 'এক পয়সার মুরোদ নেই, গর্বো কত!'—কথাটি কে বলেছে, কার সম্পর্কে?

(অ) মদনের বউ বলেছে, মদন সম্পর্কে।
(আ) গগনের বউ বলেছে, বৃন্দাবন সম্পর্কে।
(ই) মদনের মাসি বলেছে, মদন সম্পর্কে।

2. পাঠ্যাংশে ব্যবহৃত শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করুন।

(ক) কিন্তু বুড়ির কি সে ____________ আছে।

(খ) ____________ শ্যাল রাজা মদন-তাঁতি।

(গ) পায়ের ধুলোর ____________ নয় তারা মদনের।

(ঘ) একটা ____________ তাঁতির তেজ আর নিষ্ঠায় একটু খটকাই যেন লাগে ভুবনের।

3. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

(ক) মদনের বউকে বাবুদের বাড়ির মেয়ে বলে মনে না হওয়ার কারণ:

(অ) তার সর্বাঙ্গে দারিদ্র্যের ছাপ রয়েছে বলে

(আ) সে থপথপ পা ফেলে হাঁটে বলে

(ই) চলতে গেলে তার টলে পড়বার উপক্রম হয় বলে

(খ) মদনের শিল্পী হাতের কাজের প্রমাণ কোথায় রয়েছে?

(অ) বেনারসি ছাড়া তুমি কী কিছু বুনবে?—ভুবনের এই জিজ্ঞাসায়।

(আ) তার বউ-এর পরনের শাড়িতে।

কম-বেশি পাঁচটি বাক্যে উত্তর লিখুন:

4. মদনকে ভুবন 'রাজা-মহারাজা'র সঙ্গে তুলনা করল কেন?

21.4.8 'উঠবার সময় ভুবনের .... মদন হঠাৎ থেমে যায়'।

বক্তব্যসার:

ভুবন ঘোষাল সুযোগসন্ধানী। সে জানে মদন খুব বড়ো বিপদে পড়লে তখন তার কাছ থেকে সুতো নিয়ে সস্তা দামের কাপড় বোনায় রাজি হতে পারে। তাই সে মদনের একটা বড়ো বিপদের জন্য অপেক্ষা করছে। মদনের বউ আসন্ন-প্রসবা। অনাহারে অনটনে তার শরীরে নেই কোনো শক্তি। উদি মদনের ভালো চায়। সে চায় মদন সস্তা কাপড় বুনে কিছু পয়সা পাক। কিন্তু মদন তার কথা শোনে না। তাই সে মদনকে গালাগালি দিয়ে এসছে।

ভুবন ঘোষাল বামুনের ছেলে হলেও উদির মতো তাঁতির মেয়ের ঘরে থাকে। সে ভুবনকে তার রান্না-করা ভাত খাবার জন্য অনুরোধ জানায়। কিন্তু ভুবনের জাতের গুমোর বেশি, তাই তার বক্তব্য—উদি তাকে ভাত খাওয়ার কথা ভাবল কী করে।

এরপর ভুবন মদনের দাওয়ায় এসে বসে। মদন বলে ভুবন তাকে দিয়ে দামি কিছু বোনালে সে বুনে দিতে পারে। ভুবন বলে সে কিছু সুতো পাঠাবে মদনকে। ভুবন মদনের কাছে সুতো পৌঁছে দেয়। এগুলো একেবারে সস্তা দরের সুতো, তা দেখে কান্না পায় মদনের। এই সুতো দিয়ে সে কীভাবে দামি কাপড় বুনবে। বৃন্দাবনের ছেলে কেশব বলল, মদন নিশ্চয়ই ভুবনের সুতো দিয়ে তাঁত চালাচ্ছে। ভোরবেলা উদি ছুটে আসে মদনের কাছে। মদন তাকে তাঁতঘরে নিয়ে দেখায়, ভুবনের দেওয়া সুতোর বান্ডিল যেমন ছিল তেমনি পড়ে আছে। সে সারারাত খালি তাঁত চালিয়েছে। ভুবনের দেওয়া দুটি টাকা এবং সুতোর বান্ডিল উদির হাতে দিয়ে ভুবনের কাছে ফেরত পাঠায়।

একটু বেলা হতে তাঁতিপাড়ার মেয়ে-পুরুষের দল মদনের বাড়িতে আসে। সকলের মনের মধ্যে রাগ-অভিমান। মদন-তাঁতি শেষ পর্যন্ত তাঁত চালিয়ে তাদের সঙ্গে বেইমানি করল। মদন তাদের বলে, সে বিনা সুতায় সারা রাত ধরে তাঁত চালিয়েছে, পায়ের জড়তা কাটাবার জন্য। সবাইকে সে বুঝিয়ে দিয়েছে যে বাঁচার

লড়াইয়ে সে সবার সাথে আছে।

মন্তব্য:

প্রকৃত সম্পন্ন শিল্পী যে হাজার অভাব অনটন কষ্টে ও দারিদ্র্যের মধ্যেও দালালের দেওয়া টোপ গেলে না, 'শিল্পী' গল্পে মদনের চরিত্রের ভেতর দিয়ে লেখক আমাদের সে কথাই শুনিয়েছেন।

পাঠগত প্রশ্ন : 21.8

1. বন্ধনীর মধ্য থেকে পাঠের ঠিক শব্দ বেছে নিয়ে শূন্যস্থানে বসাও।

(ক) ____________ কাঠ গুঁজে নামানো হাঁড়িটা চাপিয়ে দেয়। (উনোনে, আখায়, চুলোয়)

(খ) তোর কথা বড়ো ____________। (খারাপ, বিশ্রী, বিচ্ছিরি)

(গ) সকালের পিঁড়িটা সেইখানে পড়েছিল, তাতে ____________ বসে। (উঠে, জাঁকিয়ে, চেপে)

(ঘ) মদনের বউয়ের শরীরটা কেমন কেমন করছিল, একবার ____________ গেছে। (অজ্ঞান, মূর্ছা, জ্ঞানশূন্য)

2. প্রতিটি বাক্যে একটি করে ভুল শব্দ দেওয়া আছে। সেটি সংশোধন করে সঠিক শব্দ বসান।

(ক) তেমন একটা বিপদ মাথায় চাপলে মদন হয়তো ভাঙতে পারে।

(খ) উদির জন্য অপেক্ষা করতে করতে সে অধীর হয়ে ওঠে।

(গ) একবেলা একমুঠো ভাত পায় তো চারবেলা উপোস।

(ঘ) বেনারসি না-বোনা যেন তারই অধঃপতন।

3. সঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিন:

(ক) মদনের বউয়ের খবর নিয়ে উদি কতক্ষণ পরে ফেরে?

সঙ্গে সঙ্গে   অনেকক্ষণ   মুহূর্তক্ষণ

(খ) উদি মদনকে কী বলে গাল দিয়ে এল?

মৃত্যু হয় না,   মরণ হয় না?   যমে নেয় না?

(গ) উদি কখন ছুটে যায় মদনের কাছে?

সকালে   ভোরে   প্রত্যুষে

(ঘ) মদনের মুখে সুতোর কথা শুনে ভুবনের মনটা কেমন হয়ে ওঠে?

হাসিখুশি   খুশি খুশি   খুশি

4. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

(ক) ভুবন উদির রান্না-করা ভাত খায়নি কেন?

(অ) জাত্যভিমানের জন্য

(আ) খিধে না থাকার জন্য

(ই) তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়তে হবে বলে।

শব্দার্থ ও টীকা

(খ) সুতো দেখে কান্না আসে মদনের।

(অ) সুতো একেবারেই অল্প ছিল।

(আ) সুতো খুবই খেলো মানের ছিল।

(অ) সুতোগুলো ছিল জট পাকানো।

(গ) উদি মদনের তাঁত ঘরে গিয়ে কী দেখল?

(অ) মদন গামছা বুনেছে।

(আ) মদন শাড়ি বুনেছে।

(ই) সুতোর বান্ডিল যেমন ছিল তেমনি পড়ে আছে।

5. ঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

(ক) 'মদন তাঁত চালায় নাকি রে'—কে কাকে কথাটি বলেছে?

(অ) বৃন্দাবনের ছেলে বৃন্দাবনকে বলেছে।

(আ) কেশব উদিকে বলেছে।

(ই) বৃন্দাবন তার ছেলেকে বলেছে।

(খ) 'সেও কি শেষে ভুবনের ব্যবস্থা মেনে নিল।'—সে কে?

(অ) তাঁতিদের সংগ্রামের নায়ক মদন তাঁতি।

(আ) বৃন্দাবন তাঁতি।

(ই) বৃন্দাবনের বড়ো ছেলে রসিক।

(গ) 'থ বনে থাকে উদি'—উদি 'থ বনে থাকে' কেন?

(অ) মদনের বউ মূর্ছা গেছে বলে।

(আ) ভুবন মদনের রান্না-করা ভাত না খাওয়ায়।

(ই) মদন রাতে খালি তাঁত চালিয়েছে বুঝতে পেরে।

কম-বেশি পাঁচটি বাক্যে লিখুন ঃ

6. 'মদন হয়তো ভাঙতে পারে'—মদন শেষ পর্যন্ত ভেঙেছে কিনা লিখুন।

7. 'একটা এঁড়ে তাঁতির তেজ'—কাকে এঁড়ে তাঁতি বলা হয়েছে? তাকে 'এঁড়ে তাঁতি' বলা হল কেন?

21.5 আপনি যা শিখলেন

1. অন্যায়ের সঙ্গে আপস করতে নেই।
2. মানুষের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে নেই।
3. মানুষের প্রতি সমব্যথী হতে হবে।
4. ঐক্যবদ্ধ যৌথ লড়াইয়ে জয় অবশ্যম্ভাবী।
5. আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা থাকলে আপসহীন লড়াই করা যায়।

21.6 পাঠান্ত প্রশ্ন

1. মদনের বাড়িতে তাঁতিপাড়ার লোকজন এসেছিল কেন?
2. তাঁতিদের আর্থিক সংকটের কারণ কী?
3. ভুবন অনেক কৌশল ও চেষ্টা করেও তাঁতিপাড়ার জোটবদ্ধ আন্দোলন ভেঙে দিতে পারেনি কেন?
4. 'বেইমানি করব তোমাদের সাথে কথা দিয়ে'।—কী পরিস্থিতিতে মদন একথা বলেছে এবং কেন?
5. 'মদন যখন গামছা বুনবে—' এর সঙ্গে সম্ভাব্য কোন্ বাগ্‌ধারাটি জড়িয়ে আছে?
6. 'শিল্পী' গল্পের নামকরণ এরকম করা হল কেন?

21.9 পাঠগত প্রশ্নের উত্তর

21.1

1. ক — পায়ে
   খ — ঝিলিকমারা
   গ — দুদিনে
   ঘ — টনটন
   ঙ — চুপচাপ
2. ক — দাওয়ায়
   খ — সাতদিন
   গ — সুতো মেলে না
3. মহাজনের কারসাজি

21.2

1. ক — অনায়াসে
   খ — শুধু
   গ — রোগা
   ঘ — হাউমাউ
   ঙ — কান্না
2. ক — ক + ঘ
   খ — ক + ঙ
   গ — গ + খ
   ঘ — ঘ + ক
   ঙ — ঙ + গ
3. ক. কাপড় বুনে দেবার ফরমাশ আদায় করতে।

খ. খিঁচ ধরেছিল।

21.3

1. ক — আ
   খ — অ
   গ — অ
   ঘ — আ
   ঙ — ই
2. ক — কলাগাছের
   খ — ডোবা
   গ — সাতদিন
   ঘ — পিঁড়ি
   ঙ — মোটা
3. ক — আ
   খ — ই
   গ — অ
   ঘ — ই
4. গোপনে চাল, ডাল দিয়ে সাহায্য করায়।

21.4

1. ক — আ
   খ — অ
   গ — অ
   ঘ — ই
   ঙ — ই
2. ক — গ + ক
   খ — ঙ + খ
   গ — জ + গ
   ঘ — চ + ঘ
3. ক. সবার তাঁত বন্ধ থাকলেও কেবল কেশব আর বৃন্দাবনের তাঁত চলছে।
   খ. গামছা আর আট-হাতি কাপড়।

21.5

1. ক i — ই
   ক ii — ই
   ক iii — অ
   খ — আ
   গ — অ

2. ক — পয়সা
   খ — সাতপুরুষে
   গ — কিছুকাল
   ঘ — বেচতে
3. ——— ক
4. পোষায় না ওদের।
5. তাঁত বাঁধা দিতে বেচতে হলে মিহিরবাবুর হয়ে ভুবনই কিনবে।

21.6

1. ——— অ
2. ——— আ
3. ——— আ
4. ——— আ
5. শত অভাব সত্ত্বেও মদন তার বাপ-ঠাকুর্দার ধারা বজায় রেখেছে বলে।

21.7

1. ক — আ
   খ — আ
   গ — অ
2. ক — কাণ্ডজ্ঞান
   খ — বনগাঁর
   গ — যুগ্যি
   ঘ — এঁড়ে
3. ক — অ
   খ — আ
4. মদনের কথাবার্তা আর ভাবভঙ্গি দেখে।

21.8

1. ক — আখায়
   খ — বিচ্ছিরি
   গ — জাঁকিয়ে
   ঘ — মূর্চ্ছা
2. ক — ঘাড়ে
   খ — বিরক্ত
   গ — তিনবেলা
   ঘ — অপরাধ
3. ক — অনেকক্ষণ
   খ — মরণ হয় না?

গ — ভোরে
ঘ — খুশি

4. ক —— অ
খ —— আ
গ —— ই

5. ক —— ই
খ —— অ
গ —— ই

6. না।

7. মদনকে। তার একগুঁয়েমিপনা, একরোখা ও জেদি মনোভাবের জন্য।

লেখক পরিচিতি

১৯০৮ সালের মে মাসে সাঁওতাল পরগণার দুমকা শহরে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম। পিতার নাম হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়। মানিকের মা নীরদাসুন্দরী দেবী। চাকুরির জন্যই মানিকের বাবা ছিলেন দুমকার অধিবাসী। আসলে মানিকের পৈতৃক বাড়ি ছিল ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে, মাজদিয়া গ্রামে।

মানিকের প্রাথমিক শিক্ষা কলকাতার মিত্র ইনস্টিটিউশনে। মেদিনীপুর জেলা স্কুল থেকে ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তারপর বাঁকুড়ার ওয়েসনিয়ন কলেজ থেকে আই. এস. সি. পাস করে কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে গণিতে অনার্স নিয়ে ভর্তি হলেন।

একদিন বন্ধুদের সঙ্গে তর্ক করতে করতে একটি গল্প লিখে 'বিচিত্রা' পত্রিকায় পাঠিয়ে দিলেন। গল্পটি হল 'অতসী মামী'। 'বিচিত্রা' পত্রিকায় এটি প্রকাশিত হল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে। তাঁর পোশাকি নাম প্রবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত কয়েকটি উপন্যাস হল : 'পুতুল নাচের ইতিকথা', 'জননী', 'দিবারাত্রির কাব্য', 'পদ্মানদীর মাঝি', 'অমৃতস্য পুত্রা', 'শহরতলী', 'চতুষ্কোণ', 'স্বাধীনতার স্বাদ', 'সোনার চেয়ে দামী' ইত্যাদি।

তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্পগ্রন্থগুলি হল: 'অতসী মামী', 'নেকী', 'আত্মহত্যার অধিকার', 'প্রাগৈতিহাসিক', 'টিকটিকি', 'মহাকালের জটার জট', 'কুষ্ঠরোগীর বউ', 'আজকাল পরশুর গল্প', 'ছাঁটাই রহস্য' প্রভৃতি।

সাহিত্যচর্চাই ছিল তাঁর জীবিকা। চাকরি-বাকরি বিশেষ করেননি। গল্প উপন্যাস লিখে যা টাকা পেতেন তাতেই কোনোমতে সংসার চালাতেন। অনেক প্রতিভাবান লেখক অর্থের দাসত্ব করতে গিয়ে তাঁদের প্রতিভার মৃত্যু ঘটিয়েছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন তার ব্যতিক্রম।

১৯৫৬ সালের ৩ ডিসেম্বর মাত্র আটচল্লিশ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

সমধর্মী রচনা

এই গল্পটির একটি সমধর্মী রচনা হল : **টানাপোড়েন**, লেখক—**সমরেশ বসু**।